নীতু কিছু বলছে

ইসরাত জাহান খান

যখন ঘুম ভাঙল, অতটা ফর্সা ভোর হয়ে আসে নি। চোখ খুলে দেখলাম মেঘলা দিন। জানালার বাইরে চোখ যেতেই বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো চোখ নাচিয়ে আমাকে ডাকছে। যেন চুপিচুপি ইশারা। ভালো লাগছে খুব, ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে এক দৌড়ে ছাদ বারান্দার বুকে।

নীতু... নিজের নামে ডাক শুনেই এলোচুল বাঁধতে বাঁধতে ওয়াশরুমে যেতেই চোখ আটকে থাকে জানালার গ্রিলের উপরে বসা একটা প্রজাপতির অবয়বে! নীল প্রজাপতি! চোখ সরতে চাচ্ছে না। ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছায় দু'হাত বাড়াই।

প্রতিদিনের এমন অসংখ্য চিত্রদৃশ্য হারিয়ে যাচ্ছে নাকি হারিয়ে ফেলছি বুঝতে পারি না। দৃশ্যগুলো অদৃশ্য করার জন্য যেন কত কত জাদুকর ঘুরিয়ে যাচ্ছে নিয়ত জাদুর ছড়ি...

আমার নাম নীতু। সারাদিন আমার নামটি এতবার কানে বাজে যে আমার আমিকে ভুলে যাবার কোনোই সুযোগ নেই। আমার এই নাম জপের কারণ পরিবারে আমার শ্রম। লেখাপড়া শেষ করেছি, কিন্তু চাকুরি করছি না। সত্য করে বললে বলতে হয়, করতে দিচ্ছে না। তাই চাকুরি করার ইচ্ছাটাকে ভাঁজ করে শীতকাপড়ের বাক্সে লুকিয়ে রেখেছি। খুব বেশি মনে হলে বছরে একবার নেড়েচেড়ে রোদে শুকিয়ে আবার সযতনে রেখে দেই। যেটুকু বাঁচার সাধ অবশিষ্ট আছে, তা আমার দুই সন্তানের মুখ দেখে দেখে বাঁচা। এই যে এত এত কাজ, এত এত যত্ন, না-আসা মুখেও অকাতরে হাসি ধরে রাখা, এটাই আমার মতো অনেক নারীর প্রতিদিনের জীবনদৃশ্য!

সেক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি আসে, তা হলো : আমি কোথায় যাব? কোথায় আমার ঠিকানা? বাঁচার জন্যে অক্সিজেনকে আজকাল কার্বন-ডাই-অক্সাইড মনে হয়। চাইলেও ফিরে যেতে পারব না আর পূর্বের বলাকা জীবনে। তবে কেন ওইসব আনন্দময় জীবন থেকে এই জীবনে আসা! স্বামীর সোহাগ কিংবা আদর যাই বলা যাক না কেন, স্নায়ু উত্তেজক কাজগুলো তার ইচ্ছায়ই চলে। ফলে আমার যত পথচলা তা যেন কার্যত আমার চলা নয়, স্বামীর পায়ে চলা। তার ওইসব সুগন্ধি মেখে চলা যেন আমাকে নিয়ত ভর্ৎসনা করে। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এই যে নিজেকে গচ্ছিত রেখেছি সংসার সিন্দুকে, দুঃখজনকভাবে তার চাবিটিও আমার হাতে নেই।

আমার এইসব বয়ান এখন আর অভিযোগের পর্যায়ে নেই। আমাদের সমাজে এরকম ঘটনাক্রম ছায়াছবির পর্দার মতো নিয়ত প্রক্ষেপিত। যদিও এইসব অনুভূতি জনে জনে বলার মানসিকতা বাংলার কোনো নারীই পোষণ করেন না। চেপে রাখেন পাথর চাপা করে। আছেন কি কোথাও কোনো দেবতা, ঈশ্বর বা রূপকথার দৈত্য, দু'হাতে পাথর তুলে মুক্ত করবেন গোটা নারীজাতির বুকের ভেতরে পাক খাওয়া অধিকার দাবি করার

আওয়াজটাকে? রুদ্ধ দ্বার খুলে দিয়ে একটা পথ দেখিয়ে বলবেন : যাও ওইপথে, যেখানে অনেক স্বপ্ন একসাথে পাপড়ি বেঁধে একেকটা ফুল হয়ে ফুটে আছে?

সমাজে নারী হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে আসবাবপত্র থেকে শামুকের খোলসমাত্র। ভেতরের নরম অংশগুলো ঘটনাচক্রে থেতলে যাচ্ছে যেন। দক্ষ নারী যৌক্তিক কারণেই সম্মানিত হবেন, এটা সবারই জানা; অথচ এখানে, তারাও কমবেশি নিগৃহীত! তাদের বুকেও অহর্নিশ বেদনার সরগম বেজে চলেছে। সেখানে আমি তো একজন বৃত্তবন্দি মানুষ মাত্র, যার চারপাশে সীমারেখা টেনে কানে কানে একদা কবুলের সুরে বলা হয়েছিল, তুমি হাসবে কিন্তু শব্দ হবে না, তুমি কাঁদবে কিন্তু জল ঝরবে না, তুমি হাঁটবে কিন্তু ছন্দ থাকবে না। দেখেছ তো, আমিও বাধ্য মেয়ের মতো মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়েই চলেছি প্রতিদিন। তবে একটা দোষ আছে আমার, ভীষণ শৌখিন আমি! দোষ নয়, বলুন? দেখেছি, মাঝে মাঝে এটাকে দোষাবলি হিসেবেই গণ্য করা হয়।

আয়নায় যখন নিজেকে দেখি, কেমন যেন নান্দনিক মনে হয় নিজেকে। চারদেয়ালের মাঝে যে সৃষ্টি চলে তা কি কখনোই শিল্প হয়ে ওঠে? এই যে সকালের রান্না থেকে শুরু করে রাতের লাইট অফ— এইসবের মাঝে কি কোথাও নান্দনিকতা নেই? হয়ত দেয়ালগুলোর জন্যে শিল্পগুলো নিজগুণে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছে না।

যারা বাইরে কাজ করছেন, করপোরেট সেক্টরের উচ্চ বেতনভুক্ত চৌকস কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পোশাক কর্মী পর্যন্ত, প্রত্যেকেই হয়রানির শিকার! আমি তো খুব সাধারণ একজন নারী। আমার ক্লান্তিতে আর কী আসে যায়! দেশের অর্ধেক আয় আসে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে যেকোনো পণ্যের মডেল হিসেবে নারীর মুখ ও দেহ দেখিয়ে। তবু, আমার খোলসে পুরে থাকা জীবনকে আমি সাধারণ ভাবছি তো কেবল বিচিত্র জটিলতায় ভুগছি বলেই। জীবনে নিগ্রহ ও বোধহীন ভালোবাসায় ডুবে থাকার যন্ত্রণা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। আমি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব চাই নি, কিংবা মূল্যায়নও না। জীবনের সবচেয়ে সুফলা বয়সের বড়ো অংশটা শেষ করে এসে আমি এখন আর সত্যিই কিছু চাইছি না। হয়ত এটাই এই শতকের দাবি আদায়ের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র!

এত এত সেমিনার, র‍্যালি; এত এত অর্থলগ্নি সরকারের কোষাগার থেকে নারীমুক্তি আন্দোলনে; অথচ আমরা প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের পরিবার থেকে নারীর অধিকারের সপক্ষের দাবিগুলো পূরণ করে নারীমুক্তি বা নারীর পুষে রাখা স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলতে পারি, তাহলে কখনোই নিগৃহীত হবে না নারীর কমল ভালোবাসা ও অনুভূতিগুলো।

আমি নীতু। আমি কেবল আমার একার কথাই বললাম। সমাজে আরো নীতু আছেন, ঘরে ঘরে। আশা করছি শোনার জন্যে না শুনে সমগ্র নারীসমাজের কল্যাণের জন্য একেকজন নীতুকে বাঁচাতে একটা করে অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইসরাত জাহান খান সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষিত হোমমেকার